যুগান্তর

তারিখ ২৭ AUG 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

মো. সিদ্দিকুর রহমান

সাধারণ মানুষের শিক্ষা কেমন চলছে

২০১৩ সালে ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ বর্তমান সরকারের এক যুগান্তকারী সাফল্য। তবে অবকাঠামোগত, আইসিটি, শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ অসংখ্য উন্নয়নকে ম্লান করে দিয়েছে শিক্ষক সংকটসহ নানাবিধ কাজের যন্ত্রণা। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবরণের পর থেকে চলে আসছে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর নির্মম ছোবল।

এরশাদ ও বর্তমান সরকারের আমলে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেও প্রশাসনের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের জন্য আজ প্রাথমিক শিক্ষা কঙ্কালে পরিণত হতে চলেছে। স্বাধীনতার পর খাদ্য, বস্ত্র, রাস্তাঘাট, পুল, রেলপথ, বাড়িঘর ধ্বংসের মাঝে সরকারি শূন্য কোষাগার নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন বাংলাদেশের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল তৃণমূলের সাধারণ মানুষের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। স্বপ্ন বাস্তবায়নে সে সময়ে তিনি ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দেড় লাখ প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করেন। এ মহামানবের আবির্ভাব না হলে স্বাধীন জাতি ও সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের অহংকার আজ কোথায় থাকত, জানি না? বেসরকারি শিক্ষকরা আজও বৈশাখী ভাতা থেকে বঞ্চিত। বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। স্বাধীনতার আগে প্রাথমিক শিক্ষকদের স্বল্প বেতন কয়েক কিস্তিতে পোস্ট অফিসের পিওনের কাছে ধরনা দিয়ে নিতে হতো। প্রাথমিক শিক্ষায় ও শিক্ষকদের জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদান, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা তথা শিক্ষকদের কাজের পরিধি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। শিক্ষক সংকটসহ নানা বাড়তি চাপ আজ প্রাথমিক শিক্ষকদের অমানুষিক যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টরা সংকট নিরসন না করে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে শিক্ষকদের দায়ী করে আসছেন। এ যেন নিজেদের দায় শিক্ষকদের ওপর চাপানোর এক অপকৌশল। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করবে, এ প্রত্যাশা শিক্ষকসহ দেশবাসীর।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি গাইবান্ধার সুন্দরবন উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষক নেতা মো. মাসুদুর রহমান শিক্ষকদের শিওরক্যাশের যাতনা থেকে মুক্তির আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ইতিপূর্বে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হতো ব্যাংকের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত উপবৃত্তি কার্ডে তথ্য সংযুক্ত করে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হয়েছিল। ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর এই ছয় মাসের এক কিস্তির অর্থ প্রদান করা হয় শিওরক্যাশের মাধ্যমে। তাই প্রয়োজন প্রত্যেক সুবিধাভোগীর জন্য শিওরক্যাশের অ্যাকাউন্ট খোলার। রূপালী ব্যাংক শিওরক্যাশের অ্যাকাউন্ট খুলতে শিক্ষকরা শ্রেণী কার্যক্রম বন্ধ রেখে ৪-৫ দিন ধরে একনাগাড়ে ফরম পূরণ করেছেন। এর পর আছে টপশিট তৈরি ও সংশোধন। এ এক মহাকর্মযজ্ঞ।

শিওরক্যাশের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদানে অনেক বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়েছে। ২০-২৫ ভাগ অভিভাবক এখন পর্যন্ত গত ছয় মাসের টাকা পাননি। আবার গত কয়েকদিন থেকে শুরু হয়েছে নতুন বিড়ম্বনা। ভুলে ভরা শিওরক্যাশের তথ্য আপডেট করতে হিমশিম খাচ্ছেন শিক্ষকরা। সকাল থেকে সারা দিন বিরতিহীনভাবে শ্রম দিয়ে সেই তথ্য নির্দিষ্ট ছকে সংযোজন ও সংশোধন করতে হচ্ছে তাদের। আবার দু-এক দিন পরপর নতুন নতুন ফরম্যাটে তথ্য প্রদান যেন এক ভয়াবহ যন্ত্রণা। এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যের জন্য শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ করলে তারা কিছুই বলতে পারে না। এভাবে ছোটাছুটি আর হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের।

বহু বছর ধরে শিক্ষকরা পাঠদান কার্যক্রমবহির্ভূত অনেক কাজের সঙ্গে জড়িত। যেমন— ভোটার তালিকা হালনাগাদ, আদমশুমারি, অর্থনীতি শুমারি, কৃষিশুমারি, মৎস্যজীবী শুমারি, বিস্কুট বিতরণ ও জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ কার্যক্রমসহ অসংখ্য কাজ তাদের করতে হয়। এতে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় পাঠদানের কাজ। সংশ্লিষ্টরা পাঠদান-বহির্ভূত কাজের চাপ না কমিয়ে তৃণমূলে গরিব মানুষের সন্তানদের শিক্ষার অধিকার নষ্ট করার পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রধান শিক্ষকদের একধাপ নিচের স্কেলের সহকারী শিক্ষকদের বেতন প্রদান, প্রধান শিক্ষকদের গেজেটের মর্যাদায় ১৬ হাজার টাকা বেতন স্কেলসহ অন্যান্য জটিলতা নিরসনের নামে দীর্ঘ ৩ বছর ঝুলিয়ে রাখায় মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

প্রাথমিকের ছুটির তালিকা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী। শিশু শিক্ষার্থীরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংস্কৃতি জানবে। এতে দেশের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও দেশপ্রেম জাগ্রত হবে, এটাই স্বাভাবিক।

প্রাথমিকের ছুটির তালিকা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী। শিশু শিক্ষার্থীরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংস্কৃতি জানবে। এতে দেশের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও দেশপ্রেম জাগ্রত হবে, এটাই স্বাভাবিক। অথচ ছুটির তালিকায় জাতীয় ও বিশেষ দিবসগুলো ছুটি দেখিয়ে শিক্ষকদের দিবস উদযাপনের নির্দেশ দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের ছুটি দিয়ে দিবসগুলো পালন করতে বলা গভীর ষড়যন্ত্র।

অথচ ছুটির তালিকায় জাতীয় ও বিশেষ দিবসগুলো ছুটি দেখিয়ে শিক্ষকদের দিবস উদযাপনের নির্দেশ দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের ছুটি দিয়ে দিবসগুলো পালন করতে বলা গভীর ষড়যন্ত্র। প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম বিষয়টি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের কাছে আবেদন-নিবেদন করেও কোনো ইতিবাচক ফল পায়নি। শিক্ষকদের প্রত্যাশা বেশি ছুটি নয়, জাতীয় দিবসসহ বিশেষ দিবসগুলোকে কর্মদিন ঘোষণা করা। উক্ত ছুটি গ্রীষ্মের ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে ১৫ দিন ছুটি রাখা। এতে প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীর মতো ৩ বছর পরপর শ্রান্তিবিনোদন ভাতা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হবে। ভাবখানা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষায় তেমন কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা শুধু শিক্ষকদের আন্তরিকতা। অথচ সংকট নিরসনে সংশ্লিষ্টদের যেন কোনো দায় নেই!

বদলিসহ প্রধান শিক্ষক পদে চলতি দায়িত্ব পদায়নের কাজ নিয়ে মন্ত্রণালয়কে অধিকতর ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমস্যা নিরসনে ভাবনার সময় মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবার মন থেকে অনেকটা হারিয়ে যেতে বসেছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল, সাধারণ মানুষের শিক্ষা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়নে, তৃণমূলে সাধারণ মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে চোখের রঙিন চশমা খুলে ও কান পরিষ্কার করে কাজ করতে হবে।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com